উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৩
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৪

ঘাসফুল বার্তা

ঘাসফুলের আয়োজনে বিভাগীয় পর্যায়ে শিশুদের অংশগ্রহণে রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বিভাগীয় পর্যায়ে শিশুদের অংশগ্রহণে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের কারণে আমাদের দেশের শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আজ হুমকির মুখে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের (বিএসএএফ) সহযোগিতায় এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের আয়োজনে গত ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে চট্টগ্রাম শিশু একাডেমী মিলনায়তনে এই রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, বিএসএএফ-এর সহযোগিতায় ঘাসফুল, সিআরসিডি, নওজোয়ান এবং আরবান ইতিপূর্বে স্থানীয়ভাবে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলো। এসব প্রতিযোগিতায় যে সব শিশু ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে তাদের নিয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক অধ্যাপক ফরিদ আহমদ

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক অধ্যাপক ফরিদ আহমদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চট্টগ্রামের জেলা সংগঠক মুক্তারুল আলম এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন নাহার রহমান পরাণ। ঘাসফুলের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণীতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নওজোয়ানের নির্বাহী পরিচালক ইমাম হোসেন। রচনা প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দৈনিক ভোরের কাগজের ব্যুরো প্রধান কবি ওমর কায়সার।

বক্তারা ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধের আহ্বান জানান এবং শিশুদের জন্য বন্ধুসুলভ, সহনীয়, সুষম পরিবেশ ও দেশ গড়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা শিশুদের জন্য সরকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং বিএসএএফ-এর বহুমুখী উদ্যোগের প্রশংসা করেন। রচনা প্রতিযোগিতার মতো সৃজনশীল আয়োজনের জন্য তারা ঘাসফুল ও বিএসএএফ-কে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হবে।

রচনা প্রতিযোগিতায় ঘাসফুলের পক্ষ থেকে প্রাক্তন ছাত্রী খাজা আজমেরী উচ্চ বিদ্যালয়ের নাহিদা আরেফা শাকিলা (১ম)এবং প্রাক্তন ছাত্রীবারিক মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মো: হানিফ (২য়) এবং আরবানের পক্ষ থেকে সাহেদুর রহমান (৩য়) স্থান অধিকার করে। অনুষ্ঠানের সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন। বিজয়ীরা তাদের প্রতিক্রিয়ায় এ ধরনের আয়োজনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধের আহ্বান জানায়। প্রসঙ্গত, এসব বিজয়ী পরবর্তীতে জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার কথা রয়েছে।

পটিয়ায় বিভিন্ন স্থানে ঘাসফুলের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন

বার্ষিক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল-এর উদ্যোগে পটিয়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ৫০০ গাছের চারা লাগানো হয়েছে। আগষ্টের শেষ সপ্তাহ জুড়ে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব গাছের চারা লাগানো হয়। গত ২২ আগস্ট রোববার চরপাথরঘাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সালাহউদ্দিন আহমদ চৌধুরী বকুল উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সুপারী গাছের চারা রোপণের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন চেয়ারম্যান সালাহউদ্দিন আহমদ চৌধুরী বকুল

প্রসঙ্গত, গত প্রায় এক দশক ধরে ঘাসফুল পটিয়া উপজেলায় বৃক্ষ রোপণ করে আসছে। স্থানীয় কোলাগাঁও ইউনিয়নের লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ঘাসফুলের একটি বন এলাকা রয়েছে। এবার ব্র্যাকের সহায়তায় ঘাসফুল পরিচালিত শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির (ইএসপি) অধীনে পরিচালিত ১৫ টি স্কুল ছাড়াও কোলাগাঁও এবং চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের ১০ টি গ্রাম ও উপজেলার ১০ টি স্কুল এবং ৫ টি কলেজে গাছের চারা বিতরণের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি সম্পন্ন হয়।

ঘাসফুলের আইন ও মানবাধিকার সহায়তা প্রকল্পের অধীনে গঠিত 'নারী সহায়তা গ্রুপ' এবং 'নাগরিক অধিকার কমিটি'র মাধ্যমে চরপাথরঘাটা, ইছানগর, খোয়াজনগর, চাপড়া,

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

দুই সমিতি সদস্যের বীমা দাবি পরিশোধিত

ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের অধীনে পরিচালিত সমিতির দুই সদস্যের মৃত্যুতে তাদের নমিনিদের হাতে বীমার টাকা তুলে দেয়া হয়েছে। গত ২ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই বীমা দাবি পরিশোধিত হয়। ঘাসফুলের ৩ নং ক্লাস্টারের সদস্য আব্দুর রহমান গত ১১ আগস্ট এবং ১২৬ নং সমিতির

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

রিফ্লেক্ট সার্কেলের এক্সচেঞ্জ ডিজিট সম্পন্ন

রিফ্লেক্টের আগষ্ট এক্সচেঞ্জ ডিজিট সম্পন্ন হয়। সার্কেলগুলো হলো সাধনা, তারা, নবজাগরণ, সূর্যমুখী, অংকুর ও প্রত্যয়। ১২ জন সহায়ককে দুইটি দলে বিভক্ত করে এই ভ্রমণ সম্পন্ন হয়। এই ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিলো অপেক্ষাকৃত দূর্বল সার্কেলসমূহকে আরো কার্যকরী করা, সার্কেলে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি বাড়ানোর কৌশল সর্ম্পকে আলোকপাত করা এবং অধিক কার্যকরী সার্কেলসমূহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বিনিময় করা প্রভৃতি।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সদস্য বিবি মরিয়ম গত ১৭ আগস্ট মারা যান। তাদের নমিনি হিসেবে যথাক্রমে ছেলে মামুনুর রহমান এবং বাচ্চু মিয়া বীমাদাবি বুঝে নেন এবং সঞ্চয়কৃত অর্থ গ্রহণ করেন।

মোগলটুলি এলাকার অধিবাসী আব্দুর রহমানের অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ছিল ৫,৪২৫ টাকা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ হলো ৫,৬০০। তার ছেলে মামুনুর রহমান নমিনী হিসেবে ঘাসফুল থেকে জমানো ৫,৬০০ টাকা গ্রহণ করেন এবং বীমা দাবী হিসেবে সংস্থা ওই সদস্যের অপরিশোধিত ঋণ ৫,৪২৫ টাকা শোধ করে দেয়।

পাঠানটুলীর সুলতান কলোনীর অধিবাসী বিবি মরিয়মের কাছে ঘাসফুলের অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ ছিল ১২,৮৮০ টাকা এবং তার জমানো টাকার পরিমাণ ছিলো ১৪,৩০৩ টাকা। তার ছেলে বাচ্চু মিয়া নমিনী হিসেবে ঘাসফুল থেকে জমানো ১৪,৩০৩ টাকা গ্রহণ করেন এবং বীমা দাবী হিসেবে সংস্থা ওই সদস্যের অপরিশোধিত ঋণ ১২,৮৮০ টাকা শোধ করে দেয়।

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লাখেরা, কোলাগাঁও, নলান্দা, বাণীগ্রাম, চাপড়ী ও সাতভৈয়া গ্রামে এই গাছের চারা লাগানো হয়। অন্যদিকে, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছের চারা লাগানো হয় সেগুলো হলো: লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়, আইয়ুব বিবি স্কুল ও কলেজ, কালারপোল স্কুল, এ জে চৌধুরী স্কুল ও কলেজ, কুসুমপুরা উচ্চ বিদ্যালয়, খলীল মীর উচ্চ বিদ্যালয় ও ডিগ্রী কলেজ, মণষা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ছালেনূর কলেজ, হাবিলাসদ্বীপ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হাবিলাসদ্বীপ বালক উচ্চ বিদ্যালয় ও চরকানাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়।

এসব স্থানে গাছের চারা রোপণের ক্ষেত্রে ঘাসফুল কর্মী ছাড়াও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা সম্পৃক্ত ছিলেন।

ঘাসফুলের সপ্তবর্ণ নাট্যদলের পরিবেশনায় মানুষের পালার মঞ্চায়ন চলছে

ঘাসফুলের পৃষ্ঠপোষকতায় কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সপ্তবর্ণ নাট্যদলের পরিবেশনায় 'মানুষের পালা' নামে নির্মিত মানবাধিকার ভিত্তিক নাটকের মঞ্চায়ন চলছে এখন ১০টি পটিয়ার গ্রামে। গত ২২ সেপ্টেম্বর পটিয়া উপজেলার ৪নং কোলাগাঁও সাত-ইউনিয়নের তে-তৈয়া গ্রামে মানুষের পালা মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এই ধারাবাহিক পরিবেশনার যাত্রা শুরু হয়। ঘাসফুল এবং বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) সহায়তায় নির্মিত এ নাটকে যৌতুকের কুপ্রভাব, নারীর চলাচলে বাধা, নারীর উত্তরাধিকার, স্বামী-স্ত্রীর সুখী সংসার, তালাকের নিয়ম,সালিশের সুফল, কন্যা ও পুত্র সন্তান লাভের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, বাল্যবিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। এ নাটক প্রর্দশনের কিছু ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও লক্ষ্য করা গেছে। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উদ্দষ্ট করে এ নাটক নির্মিত হওয়ায় তারা উল্লেখিত বিষয়ে জীবন্ত ধারণা লাভ করছেন এবং নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানে তৎপর হচ্ছেন।

মানবাধিকার নাটক "মানুষের পালা" এর একটি দৃশ্য

কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে হলো কর্মশালা

এডোলেসেন্ট ফোরামের ৩১ জন কিশোর কিশোরীদের নিয়ে ঘাসফুল মিলনায়তনে গত ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত হলো এডোলেসেন্ট ওয়ার্কশপ। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিলো কিশোর-কিশোরীদের বর্তমান অবস্থা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, তাদের বিকাশ ও প্রতিবন্ধকতা, কিশোর কিশোরীদের নিয়ে ঘাসফুলের ভবিষৎ পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা। এছাড়া কর্মশালায় কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং এসব বিষয়ে সমাধান দেয়া হয়। আলোচনায় বলা হয়, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদেরকে কর্মউপযোগী করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে ঘাসফুল সহায়তা করবে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীদের একাংশ

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩, জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০০৪

কোরআনের বাণী

এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন না আত্মম্ভরী ও দাম্ভিককে। *(সূরা আন নিসা, আয়াত-৩৬)*

কন্যা শিশু দিবস: আমাদের করণীয়

প্রতি বারের ন্যায় এবারও গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হলো আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস। বিশ্বের সব শিশু এক ভাবে জন্ম নেয় এবং জন্মের পর একই রকমভাবে হাসলে-কাঁদলেও জন্মের পর মুহূর্ত থেকে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে তৈরী হয় পার্থক্য। আজকাল অবশ্য জন্ম পর্যন্ত ও সবাই অপেক্ষা করে না: প্রযুক্তির কল্যাণে (!) মাতৃগর্ভ থেকেই মেয়ে শিশু শিকার হয় নানা বৈষম্যের। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সন্তান মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় আলট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে শনাক্ত করা যায় তার লিঙ্গ। ফলে, ছেলে ও মেয়ে শিশু নির্বিশেষে শুরু হয় মায়ের আদর-অনাদর। অবশ্য ব্যতিক্রম, পরিবর্তন যে নেই তা নয়; কিন্তু এই চর্চা এখনো দেশের বেশীর ভাগ মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এই যখন অবস্থা তখন আন্তর্জাতিকভাবে কন্যা শিশুদিবস হিসেবে একটি দিন ঠিক করার, তাকে ঘিরে কিছু অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের এবং সব আয়োজন-অনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সবাইকে এই বিষয়ে সচেতন করার বিষয়টি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা আইয়ামে জাহেলিয়াতের কথা জানি। ইসলাম ধর্মের উন্মেষের আগে যখন মানব সভ্যতার জন্তিকাল চলছিলো, মানবতা যখন ছিলো ভূলুণ্ঠিত, কন্যা শিশুকে জন্মের পর পরই যখন জীবিত কবর দেয়া হতো–সেই আইয়ামে জাহেলিয়াতের সাথে এখন এক জায়গায় বড় মিল। সেই জায়গা হলো কন্যা শিশুর অবস্থা। সে সময় জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও এখন ক্ষেত্র বিশেষে মাতৃগর্ভেই হত্যা করা হচ্ছে কন্যা শিশুর ভ্রূণ।

কন্যা শিশু জন্মের পর তার শিশুকাল, কৈশোর এবং যৌবনের দিনগুলো নানা আদেশ-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে। এই সময়ে মেয়ে শিশুটা যত না 'মানুষ' হিসেবে বিকশিত হয়: তার চেয়ে বেশী তাকে 'মহিলা', ক্ষেত্র বিশেষে 'নারী' করে গড়ে তোলা হয়। এরপর আসে বিয়ে প্রসঙ্গ। মেয়ে মাত্রই ভাবা হয় 'পরের বাড়ির আমানত'। ফলে, তাকে পাত্রস্থ করার একটা প্রবণতা বাবা-মা'কে প্রতি মুহূর্তে তাড়িত করে। বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়েরা এই একবিংশ শতাব্দিতে এসেও যৌতুকের শিকার। এই ক্ষুণ্ণ কাজটি রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ হলেও তা এখনো ক্ষত-বিক্ষত করে চলছে সমাজকে প্রতিদিন, প্রতি নিয়ত। বিবাহিত জীবনেও নারীকে পড়তে হচ্ছে নানা সহিংসতার মুখে। দেশে নারী নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন না কমে যেন বেড়েই চলেছে। নির্যাতনের ধরনেও আসছে অভিনবত্ব (?)। নারীরা এখনো স্বাবলম্বী না হওয়ায় এবং জীবন ধারণের জন্য পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকায় অনেক নির্যাতন নীরবে-নিভৃতে সইয়ে যেতে হচ্ছে তাদের। ধীরে ধীরে নারীর জীবনে বার্ধক্য আসে, বার্ধক্যে নারী যেন হয়ে উঠে আরো বোঝা।

কিন্তু এই অবস্থা আর কত কাল চলবে? নারী কবে মানুষের মর্যাদা পাবে? কন্যা শিশু কবে ছেলে শিশুর সমান মর্যাদা নিয়ে বেড়ে উঠবে? মেয়ে শিশুর বেড়ে উঠা, পথ চলা, শিক্ষা, কর্মে নিযুক্তি কবে স্বাভাবিক হবে? আসুন, আমরা সবাই নিজেদের অবস্থানে থেকে আমাদের চারপাশের মানুষদের সচেতন করি, কন্যা শিশুর জন্ম ও বিকাশকে আনন্দময় করে তুলি। আমাদের বিশ্বাস, এমন একটি অবস্থা তৈরী হলে এই পৃথিবী হয়ে উঠবে সব শিশুর জন্য সমভাবে বাসযোগ্য।

নি ব ন্ধ

প্রবীণ জনগোষ্ঠী: আমাদের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

শাহাব উদ্দিন নীপু

বার্ধক্য মানব জীবনের এক চিরন্তন বিষয়। মানব শিশুর জন্ম যেমন স্বাভাবিক, তেমনি শিশুকাল, কৈশোর আর যৌবনের দিনগুলো পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হওয়াও একান্ত স্বাভাবিক বিষয়। অসময়ে, অপরিণত বয়সে মারা না গেলে প্রতিটি মানুষকে পরিণত বয়সের স্বাদ নিতে হয়। কিন্তু এই পরিণত বয়সটা কেমন? এই বয়সের কি সমস্যা, সুবিধাই বা কি কি? প্রবীণ পুরুষ আর নারীর জীবন-যাপনে কোনো পার্থক্য আছে কি? সে পার্থক্য কি খুবই প্রকট? উন্নত বিশ্বের প্রবীণদের চেয়ে আমাদের প্রবীণরা কি ভালো আছেন–ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার একটা প্রয়াস এই নিবন্ধে লক্ষ্য করা যাবে।

এইজিং রিসোর্স সেন্টার-বাংলাদেশ এর কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঘাসফুলের চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন নাহার রহমান পরাণকে দেখা যাচ্ছে

আফ্রিকায় বলা হয়, যখন একজন প্রবীণ লোক মারা যান তখন একটি গ্রন্থাগার শেষ হয়ে যায়। এই বাক্যটি অনেকটা প্রবাদ বাক্যের মতই এবং একটু ভাবলেই এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা যায়। যে কোনো দেশেই প্রবীণরা বর্তমানের সাথে অতীত এবং ভবিষ্যতের সংযোগ সাধন করেন। তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়ে একটি জীবন প্রবাহ তৈরী করে।

অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে প্রবীণ বিষয়ক প্রথম বিশ্ব সম্মেলনের ২০ বছর পর ২০০২ সালের ৮-১২ এপ্রিল স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত হয় প্রবীণ বিষয়ক দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলন। এই সম্মেলনে কতগুলো তথ্য প্রকাশ করা হয় যা নিয়ে না ভাবলেই নয়। ২০০০ সালে যেখানে বিশ্বে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৬০ কোটি ছিলো ২০৫০ সালের মধ্যে তা ২০০ কোটিতে বেড়ে যাবে। ১৯৯৮ সালে যেখানে বিশ্বে প্রবীণ জনগোষ্ঠী ছিলো মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ ২০২৫ সাল নাগাদ তা ১৫ শতাংশে উন্নীত হবে। এখন থেকে ৫০ বছরেরও কম সময়ের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো পৃথিবী ১৫ বছরের নীচে বয়সীদের তুলনায় ষাটোর্ধ জনসংখ্যা বেশী ধারণ করবে। ভবিষ্যতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই প্রবীণ জনসংখ্যার হার বেশী হবে। ধারণা করা যাচ্ছে, আগামী ৫০ বছরে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রবীণ জনসংখ্যা চারগুণ বেড়ে যাবে।

মাদ্রিদ সম্মেলন থেকে জানা যায়, বয়স্কদের বসবাসের দিক থেকেও উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। উন্নত দেশগুলোতে আজকাল যখন প্রায় সকল প্রবীণ শহর এলাকায় বসবাস করেন সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকাংশ প্রবীণই গ্রামাঞ্চলে বসবাস করেন। তাই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে যে, বৃদ্ধ বয়স হবে স্বাস্থ্যকর, আত্মনির্ভরশীল, সক্ষম ও সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

মাদ্রিদ সম্মেলন থেকে আরো জানা যায়, বয়স্কদের বয়স আরো যত বাড়ছে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা তত কমছে। সব ক্ষেত্রে কর্মনীতি গ্রহণ করার বেলায় বয়স্ক নারীদের অবস্থা সব সময় অগ্রাধিকার পাবে বলে এতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে বলা হয়, নারী ও পুরুষের উপর বয়স আলাদা আলাদা প্রভাব বিস্তার করে এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নারী পুরুষের পূর্ণ সমতা নিশ্চিত করা এবং এই ইস্যুকে কার্যকর ও দক্ষতার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

মানব জাতির একটি বড় অগ্রগতি হলো, সামাজিক অগ্রগতির কারণে অনেক ভালো পরিবেশে মানুষ এখন দীর্ঘদিন বেঁচে থাকছে। ফলে, বয়স্কদের সংখ্যা এখন আরও বেড়েছে। সকল বয়সীদের জন্য একটি সমাজ' অর্জন করার জন্য আমাদের সমাজকে একটি বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করতে হবে এবং সমাজে বিভিন্ন প্রজন্ম যে ভূমিকা রাখে তা উঁচুতে তুলে ধরতে হবে। সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য পরিবার, সমাজ, কমিউনিটি ও জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রজন্মগুলোর মধ্যে সংহতি আনতে হবে।

ধীরে ধীরে আমরা উপলব্ধি করছি যে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রবীণ জনগোষ্ঠী একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। আর এ জন্য আমাদের প্রস্তুতি থাকা দরকার। প্রবীণদের ভেতর যে সক্ষমতা রয়েছে আমাদেরকে তা কাজে লাগাতে হবে এবং তার জন্য সে রকম পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাও তৈরী করতে হবে। প্রবীণ বয়সকে জীবনের এমন একটি স্তর হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যখন নারী পুরুষ তাদের দক্ষতাকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তখনও তারা সমাজের একজন সক্রিয় লোক হিসেবে গণ্য হবে। এ অবস্থায়ও তারা পূর্ণ নাগরিক হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং সামাজিকভাবে পূর্ণ স্বীকৃতি পাবে।

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে ওল্ড হোম প্রবীণদের ঠিকানা হিসেবে গড়ে উঠলেও আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশসমূহে প্রবীণরা পরিবারের সান্নিধ্যেই

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

সফল স্বাপ্নিক নুরুল আফছার

লুৎফুন্নেসা লিমা

মানুষ মাত্রই স্বপ্ন দেখে। ছোট আর বড় প্রায় প্রত্যেকে স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। মনের গোপন কুঠিরে নিত্য তার আনা-গোনা। স্বপ্ন তো সবাই দেখে, কিন্তু পূরণ হয় কত জনের? প্রাজ্ঞজনরা বলেন, স্বপ্ন পূরণে নাকি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি আর কঠোর পরিশ্রম এবং এসবই তাকে নিয়ে যায় উন্নতির শীর্ষে।

এই কেস স্টাডির কেন্দ্রীয় চরিত্র নুরুল আফছার এমনই একজন সফল স্বাপ্নিক মানুষ। নগরীর ১০ নং ধনা মিয়া সওদাগর লেইনের বাসিন্দা নুরুল আফছারের বাবা মিস্ত্রীর কাজ করে কোন মতে সংসার চালাতেন। বাবার সীমিত রোজগার এবং সংসারের অভাব অনটনের মধ্যেই কেটে যায় তার ছেলে বেলা। উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন থাকলেও বাবার সীমিত রোজগারের কারণেই বেশী লেখা পড়া হয়ে উঠে নি। আর তাই আর্থিক অসচ্ছলতার কারণেই তার উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন বাধা প্রাপ্ত হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে না করতেই আফছারের বাবা চির বিদায় নেন। আর বাবা চলে যাওয়ার পর থেকেই সংসার চালানোর দায়িত্ব এসে বর্তায় নুরুল আফছারের কাঁধে। দু'ভাই দু'বোনের মধ্যে আফছারই সবার বড়। সংসারের ভরণ-পোষণ যোগাতে তিনি চাকরি নেন সদরঘাট রোডস্থ একটি কসমেটিকস দোকানে। চাকরি করে সামান্য যা আয় করেন তা দিয়েই কোন মতে সংসার চলে। এদিকে, ছোট ভাই-বোনের পড়ার খরচও তাকে যোগান দিতে হয় চাকুরির এই টাকা থেকে। কেমন করে সব সামাল দেবেন তা নিয়ে হিমশিম খেতে হয় তাকে। এমনই পরিস্থিতিতে ভাগ্য পরিবর্তনের একটা সুযোগ আসে তার জীবনে।

> ঘাসফুল আমার স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করেছে। ঘাসফুলের এই উপকারটুকু না পেলে সারা জীবন হয়তো দোকানের চাকর হয়েই থাকতে হতো। আমার এই সফলতার জন্য আমি ঘাসফুলের কাছে চির কৃতজ্ঞ এবং ভবিষ্যতেও ঘাসফুলের সাথী হয়েই থাকতে চাই।

প্রায় দুই বছর চাকুরী করার পর একদিন আফছার জানতে পারলেন যে, মালিক দোকান বন্ধ করে দেবেন। আর তখনই হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে থাকা সেই স্বপ্ন যেন মোছড় দিয়ে উঠে। যে স্বপ্নটা এত দিন মনের আঙ্গিনায় লুকিয়ে ছিলো তা যেন পূরণ হওয়ার পথেই। কিন্তু দোকান নিতে যে টাকার প্রয়োজন তা কোথায় পাবেন আফসার? যদিও নুরুল আফছার ঘাসফুল সমিতির ৯ নং ক্লাস্টারের সদস্য। আর সেই সুবাদে বুকে সাহস রেখে নেমে পড়েন তার কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণে। দোকান নেয়ার স্বপ্নে বিভোর নুরুল আফছার ঘাসফুলের কাছে ৫০ হাজার টাকা ঋণের আবেদন করেন। ঘাসফুল তা যাচাই বাছাই করে তাকে ঋণ দিতে সম্মত হয়। ঘাসফুল থেকে ঋণের টাকা এবং বাকি টাকা বন্ধু-বান্ধব থেকে সংগ্রহ করে দোকান নেন ২০০১ সালেই। এরপর তাকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। কিস্তির টাকা সময় মতো পরিশোধ করে দোকানে পুঁজি বাড়ানোর জন্য ২য় দফায় আরো ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেন। এই টাকা দিয়ে তিনি দোকানে কসমেটিকসের

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

নাজমা: কাঁথায় যিনি ফেরি করেন স্বপ্ন

রাজীব সাহা রাজু

কালের স্রোতে নিরন্তর ছুটে চলাই জীবন। আর এই চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ তো নয়ই, বরং জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে আমাদের পেরুতে হয় নানা চড়াই-উতরাই। মূলতঃ স্বপ্নই আমাদেরকে সন্মুখে চলার প্রেরণা যোগায়। আমরা সবাই স্বপ্নলোকের চাবি খুঁজে ফিরি আজীবন। বাস্তবতার নিষ্ঠুর কষাঘাতে কিংবা জীবনের নানা উত্থান-পতন মোকাবেলা করতে গিয়ে বার বার আমরা হোঁচট খাই, আমাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়; তবু আমরা নতুন স্বপ্নের জাল বুনে চলি প্রতিনিয়ত। মূলতঃ এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, একমাত্র মানুষই পারে ধ্বংসস্তুপের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে মেতে উঠার স্বপ্ন দেখতে। এমনি একজন স্বাপ্নিক মানুষ, একজন শিল্পী হলেন নাজমা বেগম যিনি সূচের সহায়তায় সূতা দিয়ে নকশী কাঁথায় তার স্বপ্নগুলোকে বুনেন। তিনি শুধু স্বপ্ন বুনেন না, বরং সেগুলোকে ছড়িয়েও দেন মানুষের মাঝে তাঁর সৃষ্ঠ কাঁথাগুলোর মাধ্যমে।

বাগেরহাটের চোমরা এলাকার মেয়ে নাজমা বেগম। তিনি একবার চট্টগ্রামের ছোটপুলে তার খালার বাসায় বেড়াতে আসেন। তখন তার বয়স মাত্র ১৬ বছর। অভাব-অনটনের মাঝে বেড়ে উঠা নাজমা চাকুরী নেন গার্মেন্টস কারখানায়। কয়েক বছর পরে নাজমার বিয়ে হয় রিক্সাচালক জাহাঙ্গীর আলমের সাথে। মাত্র তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করলেও নাজমা ছিলেন বুদ্ধিমতী। সব সময় তিনি ভাবতেন কিভাবে সংসারে সচ্ছলতা আসবে। স্বামীর স্বল্প আয়ের সংসারে তিনি তার চাকুরীর টাকা দিয়ে নিয়মিত সহযোগিতা করে আসছিলেন। বিয়ের বছর খানেকের মধ্যে নাজমার কোল আলো করে আসে ছেলে আবু বক্কর। ছেলেকে লালন-পালনের কথা ভেবে গার্মেন্টেসের চাকুরী ছেড়ে দেন নাজমা। স্বামীর সল্প উপার্জনে যখন সংসার চলছিল না তখন বিকল্প আয়ের চিন্তা করতে থাকেন তিনি।

> নাজমা বলেছেন, ঘাসফুলের জন্যই আজ আমার স্বামী রিক্সাচালক থেকে কার চালক। আজ আমার নিজের জায়গা হয়েছে এবং ইনশাল্লাহ বাড়ীও হবে। আমাদের বিশ্বাস, ঘাসফুল সমাজের অবহেলিত ঘাসফুলদের সত্যিকারের ফুলের মর্যাদা দিতে, তাঁদেরকে পরিপূর্ণভাবে ফুটতে, স্বপ্ন দেখতে, দেখাতে এবং তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

ছোটপুল এলাকায় ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের কমিউনিটি মবিলাইজার জান্নাতুল ফেরদৌসের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালে ১৯৬ নং সমিতির সদস্য হন নাজমা। ২০০১ সালে প্রথম দফায় ৭ হাজার টাকা ঋণ নেন তিনি। ঋণের টাকা দিয়ে স্বামীর জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স বানান এবং স্বামীকে কার চালানো শিখতে সহায়তা করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে ১০ হাজার, ১৫ হাজার, এবং ২০ হাজার টাকা ঋণ নেন। ঋণের টাকা দিয়ে নাজমার নিজ গ্রাম চোমরায় মোট ৬০ হাজার টাকার জায়গা কিনেন নাজমা।

নাজমা ঋণের কিস্তি দেন নকশী কাঁথা সেলাই করে। প্রতিটি বড় কিংবা মাঝারি কাঁথা সেলাইয়ের জন্য নাজমা মজুরী নেন ১৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা এবং ছোট কাঁথার জন্য নেন ৫০ থেকে ৬০ টাকা। ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে ফুল, পাখি, নকশা ইত্যাদি সূচের আঁচড়ে কাঁথায় বুনেন নাজমা। কখনো কখনো কাঁথায় ফুটে উঠে তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনা। ক্রেতারা কাঁথা সেলাইয়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ শাড়ী, সূচ, সূতা ইত্যাদি দিয়ে যায় নাজমাকে। কাঁথায় অন্যের এবং নিজের স্বপ্ন বুনে বুনে নাজমা তার স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছেন। যখন কথা হচ্ছিল নাজমার সাথে তার দু'চোখে চিক চিক করছিল সুন্দর আগামীর স্বপ্ন, চোখে মুখে ছিল প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসের ছাপ। তার

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

পটিয়ার বাণীগ্রামে কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত

পটিয়ার বাণীগ্রামে কমিউনিটি সভায় বক্তব্য রাখছেন একজন গ্রামবাসী, পাশে উপস্থিতির একাংশ

পটিয়া উপজেলার ৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়নের বাণীগ্রামে গত ১২ আগষ্ট অনুষ্ঠিত হলো কমিউনিটি সভা, ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক লুৎফুল কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রামবাসীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় স্বাগত বক্তব্যে সহকারী কর্মকর্তা টুটুল কুমার দাশ, ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি সভায় উপস্থিত গ্রামবাসীদের ঋণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা তাঈম-উল-আলম ঘাসফুলের স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে সভাপতি লুৎফুল কবির চৌধুরীর সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

থাকছে। এই বিপরীত অবস্থানের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ফলই রয়েছে। ওল্ড হোমে প্রবীণদের জন্য নানা সুযোগের ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে পারিবারিক বা আত্মিক বন্ধন নেই। আবার উন্নয়নশীল দেশসমুহের প্রবীণরা নিজেদের পারিবারিক মন্ডলে বৃদ্ধ বয়সটা প্রায় ক্ষেত্রে ভালোবাসার বন্ধনে কাটাতে পারলেও ওল্ড হোমের নিয়মতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। এ ক্ষেত্রে ভালোবাসার বন্ধনে *প্রায়* বলার কারণ আমাদের অনেক প্রবীণই বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক ও অন্যান্য কারণে অযত্ন-অবহেলার শিকার হন।

প্রবীণদের নিয়ে ভাবনা-চিন্তাও আমাদের দেশে বেশী দিনের পুরনো নয়। আমাদের প্রবীণদের নিয়ে এখন সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী কিছু কিছু সংস্থাও কাজ শুরু করেছে। এটা অবশ্য আশার কথা। আশা করা যায়, আমাদের নানান উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রবীণদের নিয়ে কর্মসূচি আসবে, তারাও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকবেন এবং পূর্ণ নাগরিক মর্যাদা নিয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো পার করবেন। প্রবীণদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমরা তাদেরকে আমাদের সম্ভাবনা হিসেবে কাজে লাগাতে পারি; নতুবা ক্রমে তারা আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবেন। পাশ্চাত্যের দেশগুলো আজ যেমন প্রবীণদের নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে, জাতিসংঘকে যেখানে প্রবীণদের নিয়ে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হচ্ছে সেখানে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশসমুহেরও যথাসময়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন দরকার। দেশে প্রবীণ অধিকার ফোরাম, এইজিং রিসোর্স সেন্টার-বাংলাদেশ (এআরসি-বি) প্রভৃতি যেসব সংগঠন কাজ করছে ঘাসফুল তাদের সাথে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে। যদিও ঘাসফুল এখনও প্রবীণদের নিয়ে সরাসরি কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে না। তবে ঘাসফুল এ বিষয়ে আরো বিস্তৃতভাবে কাজ করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

এ জন্য আমরা সরকারসহ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই–প্রবীণদের মানবিক ও নাগরিক মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, পেনশন ও বয়স্ক ভাতা, বিনোদন, স্বেচ্ছামূলক কর্মসংস্থান তৈরী, অসহায় প্রবীণদের পুনর্বাসন এবং বিশেষভাবে প্রবীণ নারীদের মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। আজকের এই আমরা প্রবীণ হয়ে পূর্ণ মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ করতে চাই।

[১] আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষের শ্লোগান। ১৯৯৯ সাল আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ হিসেবে পালিত হয়।

হৃতদরিদ্রদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত

হৃতদরিদ্র জনগোষ্টিদের নিয়ে গত ২০ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয়ে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। লাইভলীহুড বিভাগের ব্যবস্থাপক আবেদা বেগমের সভাপতিত্বে সহায়ক হিসেবে সভা পরিচালনা করেন বিভাগীয় সহকারী ব্যবস্থাপক লুৎফুল কবির চৌধুরী। উক্ত সভায় ২৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এতে হৃতদরিদ্র সদস্যবৃন্দ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ঘাসফুলকে অবহিত করেন। তাদের অধিকাংশের মাসিক আয় ১,০০০ টাকার নিচে এবং তারা অপুষ্টিসহ নানারকম পানিবাহিত রোগে ভুগছেন। তারা বলেছেন এনজিওগুলোর কড়াকড়ি নিয়ম কানুনের জন্য তারা ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করতে পারছে না।

উল্লেখ্য ঘাসফুল সম্প্রতি সমাজের অবহেলিত এবং হৃতদরিদ্র জনগোষ্টীর জন্য বাস্তবভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির শুরু করেছে।

প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাদের নিয়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চিটাগাং উইমেন এন্টিপ্রিনিয়ার্স এসোসিয়েশন আয়োজিত 'কনফেকশনারী বিষয়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষনে অংশগ্রহনকারী ঘাসফুল উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির পাঁচ সদস্যের সাথে গত ১৬ আগষ্ট ঘাসফুল হল কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় অংশগ্রহনকারীরা বলেন, তারা প্রশিক্ষণ থেকে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো বাস্তব জীবনে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে ব্যবসায় উন্নতি ও সম্প্রসারণে আগ্রহী। এ ব্যাপারে তারা ঘাসফুলের কাছে কারিগরি সহায়তা দাবি করেন। ঘাসফুল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারী উদ্যোক্তাদের সহায়তায় একটি উৎপাদন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিচালনার কথা বললে উদ্যোক্তারা তাকে স্বাগত জানায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক মারুফুল করিম।

পটিয়ায় বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ মেলা ২০০৪-এ ঘাসফুল

চট্টগ্রাম দক্ষিণ বনবিভাগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং পটিয়া উপজেলার প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত গত ৬-৮ আগষ্ট তিন দিনব্যাপী বৃক্ষ রোপণ ও বৃক্ষ মেলা ২০০৪-এ অংশ নিয়েছে ঘাসফুল।

পটিয়া বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ মেলা ২০০৪-এ দর্শকদের একাংশ

মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য পাজী শাহজাহান জুয়েল। এতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল হক, ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীসহ স্থানীয় বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মেলায় অংশগ্রহণ, বৃক্ষ রোপণ বিষয়ে বিভিন্ন উপকরণের প্রদর্শনী এবং বৃক্ষ রোপণ বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের জন্য আয়োজকদের পক্ষ থেকে ঘাসফুলকে শুভেচ্ছা পদক প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ-কর্মশালা

ভেতরে

* ৬-৮ জুলাই শিক্ষিকাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশ নেন ১১ জন শিক্ষিকা। এতে ১ম ও ২য় শ্রেণীতে পাঠদান বিষয়ে তারা প্রশিক্ষণ নেন।

* ১১ সেপ্টেম্বর ঘাসফুল হল কক্ষে আয়োজিত দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করেন। ইছানগর এলাকায় ১৭ জন সমিতি সদস্য। সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে সমিতি পরিচালনার বিষয়ে সমিতির দলনেত্রী। সম্পাদিকা ও কোষাধ্যক্ষরা এতে উপস্থিত হন। ইতি পূর্বে গত ১৪ আগষ্ট একই স্থানে এবং ১৯ আগষ্ট কোলাগাঁও এরিয়া অফিসে অনুরূপ দু'টি প্রশিক্ষণে যথাক্রমে ২৮ ও ৩২ জন সমিতি সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

* ২৬ আগষ্ট ঘাসফুল হল কক্ষে লাইভলীহুড বিভাগের নিয়মিত মাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রাকৃতিক দূর্যোগে সংস্থার সহায়তা, ঋণ গ্রহণে বীমা সুবিধা, ঋণ প্রদানের মাত্রা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয় ও এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বাইরে

◗ এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের পিপিডিপি প্রকল্পের অধীনে 'দুর্যোগ প্রস্তুতিতে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক রিফ্রেশ্ট সার্কেলের সহায়কদের প্রশিক্ষণ গত ২৫-৩০ জুলাই ওয়াইএমসিএ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘাসফুলের ১২ জন সহায়ক প্রশিক্ষণ নেন।

◗ বেসরকারী সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বনফুল কার্যালয়ে গত ১৪-১৫ আগষ্ট অনুষ্ঠিত সহায়কদের ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন ঘাসফুল পরিচালিত রিফ্রেশ্ট সার্কেলের ১২ জন সহায়ক।

◗ নওজোয়ান আয়োজিত গত ১৭ জুলাই উদ্দীপন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'শিশু অধিকার বাস্তবায়নে এডভোকেসি কৌশল' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা।

◗ ৩১ আগষ্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর হোটেল সেন্ট মার্টিনে অনুষ্ঠিত 'উৎপাদন পরিকল্পনা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের হিসাব সহকারী ফারহানা ইয়াসমিন। মাইডাস আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে উৎপাদন পরিকল্পনায় বিভিন্ন দিক এবং উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়।

◗ ৩০ জুন থেকে ৩ জুলাই থাইল্যান্ডের মাহিডোল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'ওশিয়া-প্যাসিফিক এনজিও ফোরাম অন বেইজিং প্লাস টেন' শীর্ষক সম্মেলনে অংশ নেন ঘাসফুলের চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরান।

◗ 'দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নারীদের ক্ষমতায়ন' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশ নেন গভনের্স বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক শাহাব উদ্দীন নীপু, কেয়ার বাংলাদেশ গত ২০ জুলাই হোটেল সেন্ট মার্টিনে এই কর্মশালার আয়োজন করে।

◗ 'তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে প্রচারাভিযানে এনজিওদের দক্ষতা বৃদ্ধি' শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌয়ারা বেগম। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিশ্ব স্বাস্থ্য-২ শাখা গত ২০ জুলাই স্থানীয় সিভিল সার্জন কার্যালয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করে।

◗ ২৫-২৯ জুলাই এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ আয়োজিত 'স্পন্সরশীপ যোগাযোগ' শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা।

◗ ১-৮ আগষ্ট মহিলা উদ্যোক্তা সমিতির উদ্যোগে চিটাগাং উইমেন এন্ট্রিপ্রিনিয়ার্স কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'কনফেকশনারী বিষয়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে' অংশ নেন লাইভলীহুড বিভাগের কমিউনিটি মাবিলাইজার শাহনাজ বেগম, আবিদুর পাড়া উন্নয়ন কেন্দ্রের ম্যানেজার হাসিনা আকতার এবং ঘাসফুল উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচির (জিইডিপি) সদস্য বিলকিস বানু, সিমু আকতার, আজিজা বেগম এবং শাহিদা বেগম।

◗ ৪ আগষ্ট চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত কর্পোরেশনের লালদীঘি পাড়াস্থ শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'হেপাটাইটিস-বি প্রশিক্ষণে অংশ নেন। প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য সহকারী সেলিনা আকতার ও স্টাফ নার্স হোসনা বানু, একই বিষয়ে এবং একই স্থানে ৫-৮ আগষ্ট ১৮-২১ আগষ্ট এবং ২২-২৫ আগষ্ট প্রশিক্ষণ নেন একই বিভাগের সি এম যথাক্রমে দেলোয়ারা বেগম মোঃ শাহ আলম এবং রওশন আরা মনির।

◗ দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৬ আগষ্ট ২৭ নং ওয়ার্ড কার্যালয়ে 'তৃণমূল পর্যায়ে কনসালটেশন: ২০১০ সালের মধ্যে সবার জন্য ১০০% সেনিটেশন' শীর্ষক কর্মশালায় অংশ নেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌরা বেগম।

◗ নাটাব ভবনে ২২-২৪ আগষ্ট এফপিএবি আয়োজিত 'এইচআইভি/এইডস, আরটিআই/এসটিআই বিষয়ে দক্ষতা তৈরী' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌরা বেগম।

◗ ২৮-৩০ আগষ্ট মাইডাস আয়োজিত 'মান ব্যবস্থাপনা ও প্রতিযোগিতা' শীর্ষক তিন দিনের প্রশিক্ষণে অংশ নেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষক গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম।

◗ এ্যাকশনএইড বাংলাদেশের 'ত্রি-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ গত ৭-৮ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী এবং লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন অংশ নেন।

◗ ঘাসফুলের প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে পরিচালিত প্রথাগত জন্মদান সহায়িকা (টিবিএ) কার্যক্রমের গত ২৭ সেপ্টেম্বর সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০ জন ধাত্রী অংশ নেন।

পটিয়ায় জনসভা ও কবিগানের আয়োজন

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর সহায়তায় ঘাসফুল গত ২১ সেপ্টেম্বর, পটিয়া উপজেলার ৪ নং কোলাগাঁও ইউনিয়নের সাত-তে-তৈয়া ও চাপড়ী গ্রামে জনসভা ও কবিগানের আয়োজন করে। এই জনসভা ও কবিগানের উদ্দেশ্য ছিল যৌতুক, বাল্যবিবাহ সালিশ, নারীর অবাধ চলাচলে, তালাক, নারীর উত্তরাধিকার, মেয়ে ও ছেলে শিশু জন্মের বৈজ্ঞানি ব্যাখ্যা এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। সাত-তে-তৈয়া গ্রামে সভার শুরুতে প্রকল্পের কার্যক্রম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আবিফ, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নাগরিক অধিকার কমিটির সদস্য সগির আহম্মদ ও নারী সহায়তা গ্রুপের সদস্যা রোকেয়া বেগম। আলোচনা সভা শেষে কবিয়াল ইউসুফ কবিগানের মাধ্যমে জনগনকে মানবাধিকারের বিভিন্ন বিষয়গুলো সর্ম্পকে সচেতন করেন। কবিগান শেষে সেচ্ছাসেবী নাগরিক অধিকার কমিটি ও নারী সহায়তা গ্রুপের সদস্যদের উপস্থিত এলাকাবাসীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

'জেন্ডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইনটার ভেনশন ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের অধীনে পটিয়ার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে বাস্তবায়নাধীন মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মানবাধিকার শিক্ষা প্রি-টেস্টে শিক্ষার্থীরা

স্থানীয় কালার পোল হাজী ওমরা মিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ৯ সেপ্টেম্বর, আইয়ুব বিবি সিটি কর্পোরেশন স্কুল এন্ড কলেজে ১৫ সেপ্টেম্বর, লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০ সেপ্টেম্বর, এ জে চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর এবং খলীল মীর ডিগ্রী কলেজে ২৬ সেপ্টেম্বর এসব মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সদস্যরা মানবাধিকার শিক্ষা কর্মসূচির মতো সময়োপযোগীর উদ্যোগের জন্য ঘাসফুল ও ব্লাস্টকে স্বাগত জানান এবং ও বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মানবাধিকার শিক্ষা বিষয়ক প্রি-টেস্ট:

এদিকে দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করা এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মানবাধিকার শিক্ষা বিষয়ে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রিঃ টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মানবাধিকার বিষয়ে গত ২৫ জুলাই শিক্ষার্থীদের ধারণা সম্পর্কে এই প্রাথমিক পরীক্ষার পর পোষ্ট টেস্টের আয়োজন করা হবে।

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

পাশাপাশি ক্যাসেটের দোকান দেন। তার কসমেটিকস দোকান এবং ক্যাসেট দোকান এক সাথে ভালোই চলে। দুই বছরের পরিশ্রমের ফসল এখন যেন ফসলের মাঠে অগ্রহায়নের সোনালী ধানের শীষ।

আফছারের স্বপ্ন আজ পূরণ হয়েছে। আগে যে দোকানে চাকুরি করতেন আজ তিনি সেই দোকানেরই মালিক। যাবতীয় অভাব অনটন দূর হয়ে আজ সংসারে ফিরে এসেছে স্বচ্ছলতা। কিস্তির সব টাকা পরিশোধ করে ইতিমধ্যে ২৯ হাজার টাকা সঞ্চয় হয়েছে তার। নুরুল আফছারের সংসার আজ তার মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে পরিপূর্ণ। দোকান করে অবসর সময়টুকু ফুটবলের পেছনে ব্যয় করেন। নুরুল আফছার ভাল একজন ফুটবল খেলোয়ার এবং পূর্ব মাদারবাড়ী খেলোয়ার সমিতির ক্রীড়া সম্পাদক।

আফছার তার দোকান নিয়ে খুবই আশাবাদী। তার মতে, 'ঘাসফুল আমার স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করেছে। ঘাসফুলের এই উপকারটুকু না পেলে সারা জীবন হয়তো দোকানের চাকর হয়েই থাকতে হতো। আমার এই সফলতার জন্য আমি ঘাসফুলের কাছে চির কৃতজ্ঞ এবং ভবিষ্যতেও ঘাসফুলের সাথী হয়েই থাকতে চাই।'

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

ছেলে আবু বক্কর স্থানীয় আলহাজ্ব সুফিয়া খাতুন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র। মেয়ে আয়েশা আক্তারের বয়স ২ বছর। নাজমা ঘাসফুল থেকে পুনরায় ঋণ নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে ঘর তুলতে চান। তিনি বলেছেন, ঘাসফুল যদি সহযোগিতা করে তাহলে তিনি বাণিজ্যিকভাবে এই কাঁথাগুলো বাজারজাত করবেন।

নাজমার আজ নিজের জায়গা হয়েছে, বাড়ী হবে, হয়তো অন্যান্য স্বপ্নগুলোও ধীরে ধীরে পূরণ হবে। কিন্তু এ স্বপ্ন দেখা কিংবা বাস্তবায়নে ঘাসফুলের অবদানের কথা কি নাজমা ভুলে যাবে? নাজমা বলেছেন, *ঘাসফুলের জন্যই আজ আমার স্বামী রিক্সাচালক থেকে কার চালক। আজ আমার নিজের জায়গা হয়েছে এবং ইনশাল্লাহ বাড়ীও হবে।* আমাদের বিশ্বাস, ঘাসফুল সমাজের অবহেলিত ঘাসফুলদের সত্যিকারের ফুলের মর্যাদা দিতে, তাঁদেরকে পরিপূর্ণভাবে ফুটতে, স্বপ্ন দেখতে, দেখাতে এবং তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

রিফ্লেক্ট সার্কেলের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

রিফ্লেক্ট সার্কেলসমূহের মাসিক সভা গত ১২-২১ জুলাই সম্পন্ন হয়। সভায় সার্কেলের অংশগ্রহণকারীরা ছাড়াও তাদের স্বামীরা অংশগ্রহণ করেন। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিলো এ্যাকশন পয়েন্ট বাস্তবায়নে স্বামীদের সহযোগিতা পাওয়া, সার্কেলে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি বাড়ানো জটিল সমস্যা সমাধানে সবার সহযোগিতা নিশ্চিত করা প্রভৃতি।

বিকল্প কর্মসংস্থানে বুক বাইন্ডিং প্রশিক্ষণ নিলো কিশোর-কিশোরীরা

বুক বাইন্ডিং শিখছে কিশোর-কিশোরীরা

ঘাসফুল এডোলোসেন্ট ফোরামের ১৫ জন কিশোর-কিশোরীকে গত ২১ এবং ৩০-৩১ আগষ্ট মোট তিন দিনের বুক বাইন্ডিং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের জন্য সুস্থ ও সুন্দর এবং অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরীরা ঘাসফুল এবং বাইরের বুক বাইন্ডিং সম্পর্কিত কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পটিয়ায় শিশু অধিকার উৎসবে ঘাসফুল

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা)-এর আয়োজনে পটিয়ায় গত ২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত শিশু অধিকার উৎসবে অংশ নিয়েছে ঘাসফুল। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল হক সকালে উৎসবের উদ্বোধন করেন। স্থানীয় রাহাত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ওই উৎসবে ঘাসফুল ছাড়াও আরো চারটি বেসরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় পাঁচটি স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। ব্র্যাকের সহায়তায় শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির (ইএসপি) অধীনে ঘাসফুলের বিভিন্ন স্কুলের ৫০ জন শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। উৎসবে বিভিন্ন ইভেন্টে প্রতিযোগিতা এবং স্টল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ঘাসফুলের শিক্ষার্থীরা ছবি আকা, উপস্থিত বক্তৃতা, মুখোমুখি মতামত প্রদান প্রভৃতি পর্বে অংশ নেয়। ঘাসফুলের স্টলে শিশুদের আকা ছবি, কার্ড, বিভিন্ন শো-পিট প্রদর্শিত হয়।

শিশু অধিকার উৎসবে বক্তব্য রাখছে ঘাসফুল পরিচালিত স্কুলের একজন শিক্ষার্থী

বর্ষ ৩
সংখ্যা ৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৪

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

ঘাসফুলের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তারা

এইডস প্রতিরোধে সবাইকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে

এইচ আইভি সংক্রমণ এবং মরণব্যাধি এইডসের ভয়াল থাবা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার জন্য এখনই সবাইকে সম্মিলিভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ঘাসফুলের উদ্যোগে গত ২১ সেপ্টেম্বর পটিয়া উপজেলার ইছানপর এলাকায় আয়োজিত এইডস ওরিয়েন্টেশনে বক্তারা এ কথা বলেছেন।

বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ নাসিম ইফতেখার মাহমুদ

ইছানগর যুব সংঘের প্রাক্তণ সভাপতি আলী হায়দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ নাসিম ইফতেখার মাহমুদ, ঘাসফুল স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌরা বেগম, সহকারী কর্মকর্তা নুরুন নাহার শাহনাজ বেগম প্রমুখ, অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের সি এম শাহ আলম।

বক্তারা বলেন, সরকারী হিসাবে দেশে ২৪৮ জন এইডস রোগীর কথা বলা হলেও দেশে ২১ হাজার লোক এইডসে আক্রান্ত বলে বেসরকারী সূত্রগুলো দাবী করছে। অর্থাৎ আমরা ক্রমে এইডস ঝুঁকির দিকে এগুবিদ্ধ। তারা আরো বলেন, আমাদের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে অনেকেই এ রোগের কথা গোপন করছেন। ফলে তা দিন দিন বেড়ে চলার ঝুঁকি বাড়ছে।

বক্তারা বলেন যেহেতু এইডসের কোনো চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি তাই এ বিষয়ে প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। আর প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা তৈরীর কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য যৌন সম্পর্কে বিশ্বস্ত সঙ্গী-সঙ্গীনীর বেছে নেয়া, কনডম ব্যবহার, রক্ত সঞ্চালনে সতর্কতা অবলম্বন প্রভৃতি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। বক্তারা এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার আবেদন জানান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মনিটরিং ফরমেট বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ চান্দগাঁও কার্যালয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মনিটরিং ফরমেট বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন। প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের রিফ্রেশ্ট ট্রেইনাররা এতে অংশ নেন। এই ওরিয়েন্টেশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রিফ্রেশ্ট সার্কেলসমূহকে ফরমেটের মাধ্যমে দুর্যোগ বিষয়ে সাধারণ ধারণা প্রদান এবং এই বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবগত করা। পরবর্তীতে পোষ্ট টেষ্টের মাধ্যমে সার্কেলসমূহ দুর্যোগ সম্পর্কে কতটুকু অবগত আছে তা মূল্যায়ন করা হবে। ঘাসফুল রিফ্রেশ্ট সার্কেলের মাধ্যমে এ্যাকশনএইড বাংলাদেশকে দুর্যোগ বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরীতে সহযোগিতা করছে।

সিএম কুমকুম বড়ুয়া'র ছেলে অতনু'র উচ্চ মাধ্যমিকে এ+ লাভ

ঘাসফুলের লাইভলীহুড কর্মসূচির সিএম কুমকুম বড়ুয়া'র ছেলে অতনু বড়ুয়া (টিকলু) এবারের এইচ এসসি পরীক্ষায় ঢাকা নটরডেম কলেজ থেকে মানবিক বিভাগে এ+ পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। অতনু'রগ্রামের বাড়ী পটিয়া উপজেলার লাখেরা গ্রামে। ইতিপূর্বে সে স্থানীয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এ গ্রেডে এসএসসি পাশ করে। তার বাবা হিমাংশু বড়ুয়া ডিএইচএল আন্তর্জাতিক কুরিয়ার সার্ভিসে কর্মরত আছেন। ভবিষ্যতে সে অর্থনীতিবিদ হতে চায়। ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে অতনু বড়ুয়া এবং তার বাবা-মাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

ঘাসফুলের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের নির্বাহী কমিটির এক সভা গত ৬ সেপ্টেম্বর সোমবার চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ

কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এবং সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী, সদস্য চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির পরিচালক, চট্টগ্রাম ক্লাব লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মঈনুল ইসলাম মাহমুদ এবং অপর সদস্য চট্টগ্রাম শিল্প ও বণিক সমিতির সহ-সভাপতি মঞ্জুরুল আমিন চৌধুরী।

সভায় ঘাসফুল প্রকল্পের চলমান ও ভবিষ্যৎ বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনসহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

উপদেষ্টামন্ডলী
শাহানা আনিস
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
শাহাব উদ্দিন নীপু

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন
আঞ্জুমান বানু লিমা

নিউ ভিশন, আলমবাগ, কাজীর দেউড়ী, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ৭১৪৫১৯, ইমেইল: ghashful@spnetctg.com হতে প্রকাশিত।